Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার বিধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুল ইসলাম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জুবাইদা ইসলাম জারা

রোলঃ 227021805

২১ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুল ইসলাম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জুবাইদা ইসলাম জারা

রোলঃ 227021805

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার বিধান" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জুবাইদা ইসলাম জারা, আইডিঃ 227021805 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুল ইসলাম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার বিধান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুল ইসলাম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

জুবাইদা ইসলাম জারা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২১ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

জুবাইদা ইসলাম জারা

ইমেইলঃ zubayrislam21@gmail.com

আইডিঃ 227021805

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা...1

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাস : ইসলামী দৃষ্টিকোণ..................................2

নবীজি (সা.)-এর সতর্কবার্তা.. 11

একজন বড় ওস্তাদের মুখ থেকে শোনা:.. 15

এক অমুসলিম দেশ থেকে আরেক অমুসলিম দেশে যাওয়া আরেক মাসায়েল:17

উপসংহার:.. 18

ভূমিকা

আজকাল নানা কারণে প্রতিনিয়ত দুনিয়ার মুসলিম দেশগুলোর বহু মুসলিম নাগরিক বিভিন্ন অমুসলিম দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন এবং সেখানে স্থায়ী ভাবে থেকে যাচ্ছেন। তাদের দেখে মনে হয় ও সব দেশে তারা বেশ সুখেই আছে। নিজের অবস্থা ও জীবনযাত্রার ওপর তারা সন্তুষ্ট। কেননা যারা একবার যান, তাদের মধ্যে নিজেদের দেশে ফেরার ইচ্ছা তেমন একটা দেখা যায় না। কিন্তু চিন্তার কথা হল, অমুসলিম দেশে অনৈসলামিক পরিবেশে কিভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেন তারা? ইসলামে একে কিভাবে দেখে? নিজেদের ঈমান রক্ষা ও দীন পালনে তাদের কি ধরনের জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়? এসব জটিলতা কাটিয়ে ওঠার উপায় কি? ইসলামী জীবন দর্শনের আলোকে এটি নিয়ে গবেষণা করা বেশ সময়ের দাবি। আমাদের প্রবীণ আলিমরা এসব ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশনা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিরূপণ ও উপস্থাপনের নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। সম্প্রতি ভারতের ইসলামিক ফিকহ একাডেমী এর সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন মালা তৈরি করে আলিম সমাজকে এ নিয়ে চিন্তা ও গবেষণার আহবান জানায়। এটা দেখে আমি নিজের মন থেকে একটা তাগিদ বোধ করি। আমার মনে হতে থাকে যে, চেষ্টা করলে কিছুটা কাজ আমিও করতে পারি। এমন ভাবনা থেকে আমি নিজের মতো করে একটি সুচি তৈরি করি এবং সে অনুযায়ী অধ্যায়ন ও অনুসন্ধান শুরু করি। সেই সঙ্গে আমার অধ্যায়ন ও চিন্তাভাবনার ফলাফল একটি খাতায় লিখে রাখতে থাকি। কিন্তু নিবেদন এই যে, এটা কোন চূড়ান্ত ফতোয়া নয়। বলা চলে একজন অনুসন্ধিৎসু তালিবুল ইলমের কড়চা। তবুও প্রবাসী মুসলিম ও দেশি মুসলিম ভাইবোনেরা এ থেকে কিছু ভালো পাবেন বলেই আমি আশা করি। শুদ্ধ শুদ্ধি বিচারের ভার রইলো আমাদের মাদ্রাসার বিজ্ঞ আলেমদের ওপর। কোন ত্রুটি বা অপূর্ণতা দেখা দিলে দয়া করে জানাবেন। আরজ রইল। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং দীনি খেদমতের জন্য আমাদেরকে কবুল করুন।

الرحيم الرحمن الله بسم

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাস : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

অনেক মুসলিমই উচ্চতর ডিগ্রি এবং জীবনসামগ্রীর আরো উন্নতি,আরো স্বচ্ছলতা-স্বাচ্ছন্দ, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার উদ্দেশ্যে আমেরিকা /ইংল্যান্ড / অস্ট্রেলিয়া এর মত অমুসলিম দেশে যেতে চাই সম্ভব হলে একেবারে থেকে যেতে চাই।

*শরয়ী দৃষ্টিকোণ হলো,অমুসলিম দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করা এবং সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করা,এটি এমন একটি মাসআলা,যার হুকুম স্থান কাল পাত্র ভেদে,প্রেক্ষাপট পরিস্থিতি এবং বসবাসকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

কোনো মুসলমানের জন্য অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা বৈধ কি না—এ বিষয়ে সমকালীন আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তাদের মধ্যে আল্লামা মোস্তফা আল-ঝারকা, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ ও মান্না আল-কাত্তান প্রমুখ আলেম মুসলমানের জন্য অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণকে হারাম বলেছেন। মিসরের বিখ্যাত আলেম ও ধর্মতাত্ত্বিক হাসান আল-বান্না বিষয়টিকে ‘আকবারুল কাবায়ির’ (জঘণ্যতম কবিরা গুনাহ) বলেছেন। তাদের দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী—‘মুমিনরা যেন মুমিনরা ছাড়া অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে তার সঙ্গে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ২৮)

যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

১.কোনো ব্যক্তির যদি স্বীয় মুসলিম দেশে এতটুকু জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা থাকে,যতটুকু দ্বারা সে নিজ শহরের স্টাটাস অনুযায়ী চলতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র জীবনসামগ্রীর আরো উন্নতি,আরো স্বচ্ছলতা-স্বাচ্ছন্দ, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার উদ্দেশ্যে কোনো অমুসলিম দেশে যেতে চায় এবং দারুল হারবের পরিচয় ও জাতীয়তাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং সেটাকে দারুল ইসলামের পরিচয় ও জাতীয়তার

উপর প্রাধান্য দিয়ে কোনো অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব ও জাতীয়তা অর্জন করা জায়েয নয়। কেননা, এক্ষেত্রে ইহকালীন পরকালীন কোনো প্রয়োজন ছাড়া সেখানকার অশ্লীলতা বেহায়াপনায় নিজেকে নিজে ফেলে দেয়া হচ্ছে। আর বিনা প্রয়োজনে নিজের দ্বীন-ধর্ম, আখলাক-চরিত্র ইত্যাদিকে এক ঝুকির মধ্যে ফেলে দেয়া কোনো অবস্থাতেই বৈধ হতে পারে না।

এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা হলো, যারাই শুধুমাত্র সুখী, সমৃদ্ধি, ভোগ-বিলাসিতার উদ্দেশ্যে কোনো অমুসলিম দেশে বসবাস করছে, তাদের ধর্মীয় চেতনা একেবারে দুর্বল হয়ে যায়। এধরনের লোকেরা কুফরী পরিবেশে থেকে সেখানকার কালচারে উজ্জীবিত হয়ে যায়। আর ধীরে ধীরে তারা কেবল তাদের চেহারা (পোশাক, আকৃতি ও রূপ) এবং অবয়বে কাফেরদের সাদৃশ্যতাই গ্রহণ করে না, বরং কাফেরদের সাদৃশ্যতাকে নিজেদের জন্য গর্বের কারণ মনে করে, যা স্পষ্টই হারাম।

একারণে পবিত্র হাদীস শরীফে অত্যন্ত প্রয়োজন ব্যতীত, অমুসলিমদের সাথে বসবাস করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

যেমন, আবু দাঊদ শরীফে হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন :

من جامع المشركين وسكن معه، فانه مثله-

"যে ব্যক্তি অমুলিমদের সাথে চলাফেরা করবে এবং তাদের সাথে বসবাস করবে, সেও তাদের অনুরূপ হবে"। (আবু দাঊদ,আবু দাঊদ ২/৩৮৫)

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন :

انا بريئ من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين، قالوا يا رسول الله! لم؟ قال لا ترئ اي نارهما-

"সেসব মুসলমানদের ব্যাপারে আমার কোন দায়-দায়িত্ব নেই, যারা অমুসলিমদের সাথে বসবাস করে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর কারণ কি? তিনি উত্তরে বললেন, ইসলামের অগ্নি এবং কুফরীর অগ্নি উভয়টি এক সাথে থাকতে

পারেনা। কোনটি মুসলমানের আগুন, কোনটি অমুসলিমের আগুন তোমরা তা পার্থক্য করতে পারবেনা”। আবু দাঊদ ৩/৪৫

আবু দাঊদ শরীফে মাকহূল (রহ.) থেকে মুরসাল রিওয়ায়াত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন : “নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকে অমুসলিমদের মাঝে ছেড়ে দিওনা”। (তাহযীবুস সুনান লি ইব্ন কায়্যিম ৩/৪৩৭)

একারণে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, শুধুমাত্র চাকরির উদ্দেশ্যে কোনো মুসলিম ব্যক্তির জন্য অমুসলিম দেশে বসবাস করা এবং তাদের সংখ্যায় বৃদ্ধি করা, এটি এমনি একটি কাজ, যার দ্বারা তার ন্যায়পরায়নতা চরিত্র প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। (তাকমিলায়ে রাদ্দুল মুখতার ১/১০১)

هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور

‘তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর এবং তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।' (সূরা মূলক : আয়াত ১৫)

২.যদি কোনো মুসলমান কোনো কঠিন অজুহাত ও বাধ্যবাধকতার কারণে অমুসলিম দেশে চলে গিয়ে বসবাস শুরু করে,যেমন,কোনো অপরাধ ছাড়াই তারা নিজ দেশে নৃশংসতা ও কারাবরণ করছে এবং এসব জুলুম থেকে বাঁচার অন্য কোনো উপায় না থাকে বা কোনো ব্যক্তি চরম অর্থনৈতিক সংকটের শিকার হয় এবং চেষ্টা সত্ত্বেও ইসলামী দেশে অর্থনৈতিক সম্পদ না পাওয়া যায় এবং তার নিজের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা থাকে যে,সে একটি অমুসলিম দেশে শরিয়া নিয়ম মেনে তার ধর্ম ও ঈমান রক্ষা করতে পারবেন এবং সে দেশে বিদ্যমান মুনকারাত ও অশ্লীলতার সাগরে ডুবে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন। এমনিভাবে যদি স্ত্রী-সন্তানাদি সাথে থাকে তাহলে তাদের সম্পর্কেও এই আস্থা থাকা শর্ত। তাহলে এ পরিস্থিতিতে তার জন্য অমুসলিম দেশে বসবাস এবং সেখানকার নাগরিকত্ব অর্জন জায়েয। যেমনটা সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তাদের স্বদেশে ধর্মের উপর ভিত্তি করে প্রতিহিংসামূলক কর্মকাণ্ড ও পরিস্থিতিতে বিরক্ত

হয়ে একটি অমুসলিম দেশে (আবিসিনিয়া) তাদের জীবন রক্ষার জন্য তাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

৩.. যদি স্বদেশে কোন ব্যক্তির এই পরিমাণ জীবিকার বন্দোবস্ত থাকে, যার মাধ্যমে সেই শহরের অবস্থানরত অন্যান্য মানুষের জীবন চলার মান অনুযায়ী সেও চলতে সক্ষম হয়। কিন্তু তারপরও শুধু জীবন চলার মান আরো উন্নত করার উদ্দেশ্যে, সম্পদ বৃদ্ধি এবং আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জীবন যাপনের লক্ষ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করে থাকে, তাহলে এ জাতীয় হিজরত মাকরুহর আওতাভুক্ত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা কোনরূপ ধর্মীয় বা পার্থিব প্রয়োজন ছাড়া সেই রাষ্ট্রে বসবাস তাদের প্রচলিত অপসংস্কৃতির স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়ারই নামান্তর হবে। বিনা প্রয়োজনে নিজের দ্বীন-ধর্ম এবং আখলাক-চরিত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া কোনক্রমেই ঠিক হবে না। কেননা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কেবল আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস এবং সুখ-স্বর্গের জীবন যাপনের লক্ষ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে থাকে, তার মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি দুর্বল হয়ে যায় এবং খুব দ্রুতই এ ধরনের মানুষ বিধর্মীদের আচার-আচরণের জোয়ারে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়।

এ কারণেই হাদীস শরীফে তীব্র প্রয়োজন ছাড়া মুশরিকদের সঙ্গে বসবাস করার নিষেধাজ্ঞা এসেছে।)

نـا بـربـي مـن كـل مـسـلـم يـقـيـم بـيـن أظـهـر الـمـشـركـيـن، قـالـوا يـا رسـول الله لم؟ قال لا ترى أي نـاراهما

‘আমি ওইসব মুসলমানদের থেকে দায়মুক্ত যারা মুশরিকদের সঙ্গে বসবাস করে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কী? জবাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ইসলামের অগ্নি আর কুফুরের অগ্নি একই সঙ্গে থাকতে পারে না। তোমরা এটি পৃথক করতে পারবে না যে, এটি কি মুসলমানদের অগ্নি না মুশরিকদের অগ্নি।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের অনেকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদের

ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্নভাবে। যেমন কোন কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছে এর অর্থ হল এই যে, হুকুমের ক্ষেত্রে মুসলমান আর মুশরিক সমকক্ষ হতে পারে না। উভয়ের আহকাম ভিন্ন ভিন্ন। আবার কোন কোন আলেম বলেছেন, এই হাদীসটির সারমর্ম হল এই যে, আল্লাহ তাআলা দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফরকে ভিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন। সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য কাফেরদের রাষ্ট্রে তাদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করা জায়েয নেই। কেননা যখন মুশরিকরা তাদের (বিজয়ের) মশাল সমুজ্জল করবে, আর তাদের সঙ্গে মুসলমানরা নীরবতা অবলম্বন করে থাকবে, তখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটিই মনে হবে যে, তারা (মুসলমানরা) এদেরই অন্তর্ভুক্ত। ওলামায়ে কেরামের এই ব্যাখ্যা দ্বারা একথাও পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যদি কোন মুসলমান ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেও কাফেরদের রাষ্ট্রে গমণ করে, তাহলে তার জন্য সেখানে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় অবস্থান করা মাকরূহ।' (মাআলিমুস সুনান লিল-খাত্তাবী : [আবু সুলায়মান আল খাত্তাবী, মৃত্যু : ৩৮৮ হি.] খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৩৭)

হযরত মাকহুল (রাযি.) থেকে সুনানে আবু দাউদের মারাসিলে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لا تتركوا الذرية ازاء العدو

‘নিজের সন্তানদের মুশরিকদের মধ্যে বিচরণ করতে দেবে না।

এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কেবলমাত্র চাকরি করার উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানের অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা এবং তাদের জনসংখ্যা বর্ধিত করার কারণ হওয়া এমন একটি (ধিকৃত) কাজ, যার দ্বারা তার বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ন হয়ে যায় ।

৪.এমনিভাবে কাফেরদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দিবে, কিংবা সেখানে বসবাসরত মুসলিমদেরকে ইসলামী হুকুম আহকাম শিক্ষা দিবে, কিংবা দ্বীনের উপর অটল অবিচল থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে, এসব উদ্দেশ্যে সেখানে বসবাস করা শুধু কেবল জায়েযই নয়, বরং ছাওয়াবের অধিকারীও হবে। যেমন বহু সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেঈনগণ এধরনের নেক নিয়তে অমুসলিম দেশে বসবাস

করছেন। যা পরবর্তীকালে এগুলো তাদের জীবনে উত্তম ও সৎকর্ম এবং তাদের বর্ণাঢ্য জীবনের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

৫.কোন ব্যক্তি যদি লোক সমাজে সম্মানিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কিংবা অন্য মুসলমানের ওপর নিজের বড়ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে কিংবা দারুল কুফরের নাগরিত্ব এবং জাতীয়তাকে দারুল ইসলামের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মনে করে তাদের ন্যাশনালিটি গ্রহণ করে থাকে অথবা তার পার্থিব জীবনের থাকা-খাওয়া ও চাল-চলনে তাদের নীতি গ্রহণ করে বাহ্যিক জীবনে তাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করার জন্য এবং তাদের মত হয়ে যাওয়ার জন্য বসবাস করে থাকে তাহলে এ জাতীয় যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা সম্পূর্ণরূপে হারাম হিসেবে গণ্য হবে। এই বিষয়টি এমন সুস্পষ্ট যে, এর জন্য কোন দলিল পেশ করা প্রয়োজন নেই।

যেমন হাদিসে এসেছে,

من تشبه بقوم فهو منهم. الحديث.

)مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني، ٣٧٥/٢، ط: قديمى كراچى(

যে ব্যক্তি কোনো জাতির অনুকরণ করে সে তাদেরই একজন। মিশকাতুল মাসাবিহ 2/375

৬. অমুসলিম দেশে প্রথম থেকেই বসবাসরত একজন নওমুসলিম যার জন্য অন্য দেশে বসবাস করা কঠিন এবং সেই দেশে বসবাস করে ইসলাম পালনে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তাহলে তার জন্যও সেখানে বসবাসের অনুমতি রয়েছে।

৭.চিকিৎসার জন্য অমুসলিম দেশে যাওয়া,প্রকাশ থাকে যে,এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন,যদি স্বদেশে এটি অসম্ভব হয় তবে অমুসলিম রাষ্ট্রে যাওয়া জায়েয।

৮.যতদূর শিক্ষার ক্ষেত্রে,এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর এবং গুরুতর বিষয়।স্পষ্টতই এর জন্য বাসস্থান প্রয়োজন। যে সকল অবস্থায় অমুসলিম দেশে আবাস গ্রহণ করা মাকরূহ বা হারাম সেসব ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যাওয়া এবং সেখানে বসবাস করা মাকরূহ বা হারাম হবে।

আর যে সকল অবস্থায় অমুসলিম দেশে আবাস গ্রহণ করা জায়েয সেসব ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যাওয়াও জায়েয হবে।

তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে যে,যদি নিজ দেশে ধর্মীয়,জাগতিক শিক্ষাগত চাহিদা পূরণ করা যায়, তাহলে অবশ্যই এই নোংরা পরিবেশ থেকে দূরে থাকা উচিত। ফাতাওয়ায়ে বাইয়্যিনাত 3/372

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাস ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করার বিধান নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকদের অবস্থা এবং ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি তাদের মনোভাব ও অবস্থান বিবেচনায়। অমুসলিম দেশগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. যেখানে ধর্মবিদ্বেষ প্রবল

যেসব দেশে সাধারণভাবেই ধর্মবিদ্বেষ প্রবল। বিশেষত যেসব দেশের মানুষ ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সন্ত্রাস বলে এবং যেসব দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামবিদ্বেষ উসকে দেয়, সেসব দেশের স্থানীয় মুসলিমরা সেখানে ধৈর্যসহ বসবাস করবে এবং দ্বিনের ব্যাপারে যেন শীথিলতা চলে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

তাদের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের অবকাশ হলো, ‘কিন্তু কেউ অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ’ (সুরা নাহল, আয়াত : ১১৫)

তবে কোনো মুসলিম দেশ থেকে এমন দেশে হিজরত (দেশান্তর) করা বৈধ নয়। কেননা যেখানে ইসলাম দ্বিন পালনের সুযোগ না থাকলে মাতৃভূমি ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে এমন পরিবেশে যাওয়া কিছুতেই বৈধ হবে না। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘যারা নিজেদের ওপর অবিচার করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতারা বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, পৃথিবীতে আমরা অসহায় ছিলাম।

তারা বলে, আল্লাহর জমিন কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে? তাদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস। ’ (সুরা নিসা, আয়াত : ৯৭)

২. পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে

যেসব দেশে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও চিন্তার স্বাধীনতা আছে এবং যেখানে বিশেষ একটি ধর্মের অনুসারীরা অন্যদের প্রভাবিত ও পদানত করতে সচেষ্ট নয়; বিশেষত যেখানে ধর্মের প্রশ্নে রাষ্ট্রের অবস্থান নিরপেক্ষ এমন দেশে বৈধ উদ্দেশে যাওয়া এবং অবস্থান করা বৈধ। যেমন চাকরি, লেখাপড়া ইত্যাদি। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ জানেন যে তোমাদের কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে।

’ (সুরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ২০)

তবে এমন দেশে অবস্থানের ক্ষেত্রেও শর্ত হলো নিজের, ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দ্বিনদারির ব্যাপারে আশঙ্কা না থাকা এবং বস্তুবাদী দর্শনের প্রভাবে ঈমান ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসে দুর্বলতা তৈরি না হওয়া। যদি সেখানে যাওয়ার পর এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তবে তা পরিত্যাগ করতে হবে। জীবন সেখানে যতই প্রাচুর্যময় হোক না কেন। কেননা আল্লাহ বলেন, ‘বোলো, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা করো এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা কোরো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

’ (সুরা তাওবা, আয়াত : ২৪)

মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হওয়ার পরও জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.) সপ্তম হিজরিতে খায়বার বিজয়ের আগ পর্যন্ত একজন অমুসলিম কর্তৃক শাসিত অমুসলিম দেশ হাবশায় অবস্থান করেন। এতে প্রমাণিত হয়, দ্বিন প্রচারের স্বার্থে

মুসলিম দেশে বসবাস করা বৈধ। পবিত্র কোরআনেও দ্বিন প্রচারের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, 'হে রাসুল, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দিন। যদি আপনি তা পৌঁছে না দেন, তবে আপনি তাঁর বাণী প্রচার করলেন না। ' (সুরা মায়িদা, আয়াত : ৬৭)

প্রাজ্ঞ আলেমরা বলেন, অমুসলিম দেশে মুসলমানের অবস্থান দ্বিনের জন্য কল্যাণকর তখনই হবে, যখন সে তার যাপিত জীবনে ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে এবং তার পরিবারকে দ্বীনের বিধান অনুসারে পরিচালনা করবে। যেন তার সমগ্র জীবনেই দ্বিন প্রস্ফুটিত হয়।

নবীজি (সা.)-এর সতর্কবার্তা

অমুসলিম দেশে বসবাসের ব্যাপারে নবীজি (সা.) সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, ‘আমি সেসব মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে। ’ (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ২৬৪৫)

তিনি আরো বলেছেন, ‘কেউ কোনো মুশরিকদের সাহচর্যে থাকলে এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করলে সে তাদেরই মতো। ’ (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ২৭৮৭)

উল্লিখিত হাদিসের ভিত্তিতে মুহাদ্দিসরা বলেন, মুসলিমরা অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ ও সেখানে বসবাসের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবে। বিশেষত যখন তার ঈমান ও ইসলাম হুমকির মধ্যে পড়ার ভয় থাকে।

‘ফিকহুল আইশিল মুশতারাকিল মুওয়াতানাতি নামুজাঝান’-এর নির্বাচিত অংশ ভাষান্তর করা.

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে অমুসলিম দেশে ভ্রমণের হুকুম সম্পর্কে যুগশ্রেষ্ঠ তিন কিংবদন্তী আলিমের ফাতওয়া উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করি প্রবন্ধটি শেষ পর্যন্ত পড়লে পাঠকের খোরাক মিটবে এবং এ বিষয়ে সংশয় নিরসন হবে, ইন শা আল্লাহ।

১. সৌদি আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতি, সামাহাতুশ শাইখ, আল-‘আল্লামাহ্, ইমাম আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দিল্লাহ বিন বায (رحمه الله)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

“ অমুসলিম দেশগুলিতে ভ্রমণ করা একটি ঝুঁকি যা একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত মুসলিমদের এড়িয়ে চলতে হবে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“আমি ঐ সমস্ত মুসলিমদের দায়ভার বহন করবো না যারা মুশরিকদের মাঝে থাকে।”

[আবু দাউদ: ২৬৪৫, তিরমিযী: ১৬০৪; সনদ: সহিহ (তাহকিক: আলবানি)]

মুসলিম কর্তৃপক্ষসমূহের (ওয়াফফাক্বাহুমুল্লাহ) উচিত নয় জরুরি প্রয়োজন ছাড়া অমুসলিম দেশে লোক পাঠানো। তবে অমুসলিম দেশের প্রতিনিধিদের হতে হবে পরহেজগার, দ্বীন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানী এবং ওসব দেশে ভ্রমনের ফলে নেতিবাচক

প্রভাবের আশংকামুক্ত। এছাড়াও তত্ত্বাবধায়কগণের উচিত অবশ্যই তাদের সহযোগিতা করা এবং তাদের সার্বক্ষণিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। অমুসলিম দেশে দাওয়াতের উদ্দেশ্য প্রতিনিধি পাঠানো জায়েজ, এমনকি উত্তমও বটে, যাতে করে সেখানে ইসলামের প্রচার হয়। উপরিউক্ত দুটি অবস্থা বাদে অন্য কোনো অবস্থাতে যুবকদের অমুসলিম দেশে পাঠানো কদর্যকাজ (মুনকার) হিসেবে বিবেচিত, যাতে চরম ঝুঁকি রয়েছে। একই হুকুম বর্তাবে অমুসলিম দেশে ব্যাবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। এর কারণ হলো সেখানে ফিতনাহ এবং পাপাচারের প্রচার প্রসার, যেখানে ব্যক্তির সর্বদা শয়তান, তার কুপ্রবৃত্তি এবং অসৎসঙ্গী হতে সতর্ক থাকা উচিত। ”[১]

২. যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, আল-‘আল্লামাহ, ইমামুস সালাফিয়্যাহ, শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (رحمه الله) কে উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে বলেন,

“ আমাদের এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে কোনো কাফির দেশে মুসলিমদের বসবাস করা জায়েয নয়। কাউকে যদি কোনো মুসলিম দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়, তাহলে সে অন্য কোনো মুসলিম দেশে চলে যাবে। ” [২]

৩. সামাহাতুল ফাক্বীহ, আল-‘আল্লামাহ্, আশ-শাইখুল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমীন (رحمه الله) এ বিষয়ে বলেন,

“ ব্যাক্তিগত এবং বিশেষ কোনো বৈধ প্রয়োজনে সেখানে অবস্থান করা জায়েয, যেমন ব্যাবসা বা চিকিৎসা। তবে তা হতে হবে প্রয়োজন অনুযায়ী, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেখানে অবস্থান করা যাবে না। উলামায়ে কিরাম ব্যাবসার জন্য কাফির রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশকে জায়েয বলেছেন এবং এ বিষয়ে দালীল হিসেবে তারা কিছু সংখ্যক সাহাবীর উদ্ধৃতি পেশ করেছেন।

আর পড়াশুনার জন্য কাফির রাষ্ট্রে অবস্থান করা; এ ধরনের অবস্থান যদিও পূর্বোল্লিখিত প্রয়োজনে কাফির রাষ্ট্রে অবস্থানের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি অন্যান্য প্রয়োজনে সেখানে অবস্থানের তুলনায় পড়াশোনার জন্য অবস্থানের বিষয়টি তার দ্বীন ও চরিত্রের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। কেননা যে কোন শিক্ষার্থী মর্যাদার দিক দিয়ে নিজেকে ছোট মনে করে এবং তার শিক্ষককে বড় মনে করে থাকে। এক্ষেত্রে তাই

এমন হবে যে, সে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, তাদের চিন্তা-চেতনা, মতাদর্শ এবং চাল-চলনকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে এবং এভাবে এক সময় সে তাদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে শুরু করবে। তবে খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থী যাদেরকে আল্লাহ্ হিফাযত করে থাকেন, কেবল তারাই এরূপ পরিস্থিতি থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

তাছাড়া একজন শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রয়োজনে তার শিক্ষকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এতে করে শিক্ষার্থী তার শিক্ষককে ভালবাসতে শুরু করে এবং শিক্ষকের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতাকে সে তোষামোদ করতে থাকে। তাছাড়া ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষার্থীর অনেক কাফির সহপাঠী থাকে এবং তাদের মধ্য থেকে সে অনেককে বন্ধু হিসেবে বেছে নেয়। সে তাদেরকে ভালবাসে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ প্রকারের বিপদের কারণে পূর্বোল্লেখিত প্রকারের চেয়ে নিজেকে অধিক হেফাযত প্রয়োজন। আর তাই মৌলিক ২টি শর্তের পাশাপাশি আরো কয়েকটি শর্তারোপ করা হয়েছে। সেগুলো হলো:

i. শিক্ষার্থীকে বিবেক-বুদ্ধির দিক দিয়ে যথেষ্ট পরিপক্ক হতে হবে, যা দ্বারা সে কল্যাণকর এবং ক্ষতিকর বিষয় সমূহের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে এবং সুদূর ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তা দেখতে পাবে। আর কম বয়সী এবং অপরিপক্ক বুদ্ধ-জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার জন্য কাফিরদের দেশে পাঠানোর কাজটি হবে তাদের দ্বীন, চরিত্র এবং চাল-চলনের জন্য খুবই বিপজ্জনক। তাছাড়া এটি তাদের জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্যও মারাত্মক বিপজ্জনক। তার এ বিষপান তার ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যেও সংক্রমিত হবে। বাস্তবতা ও পর্যবেক্ষণও তাই সাক্ষ্য দেয়। কেননা পড়াশোনার জন্য পাঠানো বহু শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের পরিবর্তে অন্য কিছু নিয়েই ফিরে এসেছে। তারা দ্বীন, চরিত্র এবং চাল-চলনে বিপথগামী হয়ে ফিরেছে। আর এসব বিষয়ে তাদের নিজেদের এই সমাজের যে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা তো জানা কথা এবং সাক্ষ্যও তাই বলে। কাজেই অপরিপক্ক জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন এসব কম বয়সী শিক্ষার্থীকে পড়াশোনার জন্য কাফির রাষ্ট্রে পাঠানো যেন কোন ভেড়ীকে হিংস্র কুকুরের মুখে তুলে দেওয়ার মতই কাজ।

ii. শিক্ষার্থীর নিকট ইসলামী শারীআতের এই পরিমাণ জ্ঞান থাকতে হবে যা দ্বারা সে হক ও বাতিলের মাঝে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে এবং সত্য দিয়ে মিথ্যাকে প্রতিহত করতে পারে। যা হবার তাই হবে।

iv. মুসলিম জাতির জন্য কল্যাণকর যে জ্ঞানার্জন প্রয়োজনীয়তার দাবী, তা অর্জনের মত প্র যাতে করে কাফিরদের বাতিল বিষয়াদি দ্বারা সে প্রতারিত না হয় এবং বাতিলকে যেন সত্য বলে মনে না করে বা বিভ্রান্তিতে যেন না পড়ে কিংবা বাতিলকে প্রতিহত করতে অক্ষম হয়ে দিশেহারা অথবা বাতিলের অনুসারী না হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত দুআ'য় রয়েছে

اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علي فأضل

"হে আল্লাহ্! সত্যকে সত্য হিসেবে আমাকে দেখাও এবং তা অনুসরণ করার তাওফীক আমাকে দান করো। আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে আমাকে দেখাও এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক আমাকে দান করো এবং সত্য-মিথ্যার বিষয়টি আমার কাছে অস্পষ্ট রেখো না, তাহলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো।"

iii. শিক্ষার্থীর মাঝে এ পরিমাণ ধার্মিকতা থাকতে হবে যা তাকে কুফর এবং পাপাচার থেকে রক্ষা করবে। ধার্মিকতার দিক দিয়ে দুর্বল কোন ব্যক্তি কাফির রাষ্ট্রে অবস্থান করে নিরাপদে থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যদি কাউকে নিরাপদে রাখেন তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। কেননা সেখানে তাকে আক্রমণকারী বিষয়সমূহ বেশ শক্তিশালী এবং তার প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশ দুর্বল। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কুফর ও পাপাচারের অসংখ্য শক্তিশালী উপকরণ। এগুলো যদি এমন কোন স্থানে সংঘটিত হয় যেখানে প্রতিরোধ ব্যবস্থা বেশ দুর্বল, তাহলেতিষ্ঠান তার নিজ দেশে নেই। কিন্তু সে বিষয়ে যদি মুসলিম জাতির কোন ফায়দা না থাকে অথবা সে বিষয়ে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা যদি কোন ইসলামী দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে থাকে, তাহলে সে জ্ঞানার্জনের জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করা জায়েয নয়। কারণ অমুসলিম দেশে অবস্থান একদিকে যেমন দ্বীন ও আখলাকের জন্য বিপজ্জনক, অন্যদিকে তা প্রচুর অর্থ-সম্পদ অনর্থক অপচয় করার কারণও বটে। ”

একজন বড় ওস্তাদের মুখ থেকে শোনা:

উস্তাদের একজন বাংলাদেশী ভাই ডাঃ। উনার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং প্রতিদিন ইফতারিতে একসাথে বসতেন ডাঃ সওয়াএর সাহেব। তার শায়েখ আলেমদের থেকেও বড় দাড়ি ছিল। তো তিনি বলেছিলেন, আমি এক বছর বা তার বেশি ব্রিটেনে থেকেছি বাসা থেকে যে বের হতাম তো কিছু নাস্তা পানি নিয়ে বের হতাম। আর যদি কিছু না থাকতো তাহলে সারাদিন লন্ডন ঘুরে, সারাদিন না খেয়ে শুধু চুইংগাম-চকলেট খেয়ে থাকতাম। কারণ কোন হোটেল পাচ্ছিনা যেখানে আমি নিশ্চিন্তে হালাল খাবার পাবো। তাহলে যেখানে আপনার সন্দেহ আছে যে হালাল না হারাম, শুকরের গোস্ত নাকি কুকুরের গোশত দিবে তো সেখানে খাওয়াই জায়েয নেই। এতটা সচেতনতা কয়জনের আছে.? হাজারে একটাও পাওয়া যাবে না।

সুরা নিসা ৯৭ নং

আয়াতের আলোকে ইমাম ইবনে কেফির (রহ.) এবং আরো অন্যান্য ফসিন একেরাম একই বিষয়কে প্রমাণ করেছেন সুনানে আবু দাউদ এবং তিরমিজি বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলে কারীম (সা.) এরশাদ করেছেন,

انا باري ام ممي يسكن بين المحرمين مشركين.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুশরিকদের মাঝে বসবাস করবেন ওই ব্যক্তি দায়-দায়িত্ব নাও থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। কোনো দায় দায়িত্ব আমি নিব না বা নিচ্ছি না। (হাদিস-২৬৪৫)

*একজন বাবার কষ্টের সারা জীবনের টাকা, সেটা তার সন্তানকে অমুসলিম কাফের দেশে পাঠাতেই শেষ হয়ে যায়।

আর স্থায়ীভাবে থাকার বিষয়টা হচ্ছে যেমন- আমি ইউরোপ থেকে গেলাম সেখানে নাগরিক নিবো বাংলাদেশ, সৌদি আরব, দুবাই, সিরিয়া ইত্যাদি মুসলিম দেশ ছেড়ে দিয়ে অমুসলিম দেশে গিয়ে নাগরিকদের নেওয়া জায়েজ কিনা.? মুসলিম দেশ ছেড়ে দিয়ে অমুসলিম দেশে হিজরত করা নাগরিত্ব নেওয়া জায়েজ নেই।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ؔۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থ, হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাবে না। তারা একে অন্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পারে। তোমাদের মধ্যে থেকে যারা ইহুদি খ্রিস্টানদের কে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাবে তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ একজন মুসলিম কখনো তাদের প্রতি ভালোবাসা তাদের প্রতি আন্তরিকতা এবং সার্বিকভাবে তাদেরকে পছন্দ করেন সেই জায়গা থেকে যদি শেখান বসবাস করেন তাহলে সেটা সম্পূর্ণভাবে হারাম হবে।

কোন অবস্থায় জায়েজ নাই ।যদি মুসলিম দেশে নাগরিক হন তাহলে জায়েজ নাই। অস্থায়ীভাবে জায়েজ আছে। দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে বছর খানিকের জন্য যাওয়া জায়েজ আছে।

এক অমুসলিম দেশ থেকে আরেক অমুসলিম দেশে যাওয়া আরেক মাসায়েল:

অমুসলিম দেশ থেকে যদি মুসলিম দেশে হিজরত করা গেলে অমুসলিম দেশে না যেয়ে মুসলিম দেশে বসবাস করা ভালো। আর যদি মুসলিম দেশে না হয় অমুসলিম দেশে থাকাই লাগবে তাহলে অমুসলিম দেশের মধ্যে ২/৩ টা দেশ খুঁজতে হবে এবং দেখতে হবে যে কোন দেশটা আমার জন্য ভালো। আমার আমল, ইবাদত বন্দেগীর, দ্বীনি শিক্ষা চর্চার, দ্বীনের দাওয়াতের, ছেলে মেয়েদের মুসলিম ভাবে রাখার জন্য কোন দেশটি ভালো।

প্রশ্নঃ যখন, উচ্চশিক্ষার পর সে সব দেশে নাগরিত্ব নেওয়ার জন্য চেষ্টা করা সে সব দেশগুলি তে ক্যারিয়ার গড়ে তোলা কি জায়েজ হবে.?

যদি মুসলিম দেশ থেকে যেতে হয় তাহলে জায়েজ নেই। অমুসলিম দেশ থেকে যদি হয় আর দেখা যায় যে দেশে আমি গিয়েছি যেখানে উচ্চশিক্ষার জন্য বা বসবাস করার জন্য সেটা যদি এই অমুসলিম দেশে তুলনায় ভালো তাহলে যাওয়া যেতে পারে।

উপসংহার:

সবগুলো মতামতকে যদি আমরা সামনে রাখি তাহলে খোলাসা হিসেবে যে বিষয়টি আমাদের সামনে পরিষ্কার হয় তা হলো সাধারণ একজন মুসলিমের জন্য মুসলমানদের দেশে, মুসলমানদের ভূখণ্ডে, মুসলিম প্রধান অঞ্চলে বসবাস করা উচিত এবং কর্তব্য নিজের ঈমান ও আমলকে ধরে রাখার স্বার্থে-প্রয়োজনে। কোন অমুসলিম দেশে বা অমুসলিম প্রধান অঞ্চলে কেউ স্থায়ীভাবে থাকতে চান তাহলে সে ক্ষেত্রে নিজের যথেষ্ট পরিমাণে ইলম হাসিল করতে হবে। বিশেষভাবে ইসলামের উপরে অমুসলিমদের যে সমস্ত সংশয় গুলো আছে সেগুলো যথাযথ জবাব তার জানা থাকতে হবে। এবং নিজের ঈমান ও তাকওয়ার উপর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। সেই সাথে সেখানে বসবাস করার ক্ষেত্রে তিনি যদি দাওয়াত তথা ইসলামের প্রচারকে উদ্দেশ্য বানিয়ে নেন সেখানে যারা মুসলমান থাকবেন তাদের মাঝে ইসলামের দৃষ্টি কালচারকে বিস্তার করে, তাদেরকে ইসলামের সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্য যদি তার থাকে, অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের সুন্দর রূপে জাহির করার মানসিকতা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে এটা তার জন্য স্বতন্ত্র ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। ইনশাআল্লাহ।।।

রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামের বড় একটি অংশ। তারা কিন্তু গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং অমুসলিম প্রধান ও অমুসলিম ভূখণ্ডে তারা চলে গেছে। সেখানে গিয়ে অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। তারা যেহেতু আল্লাহর দ্বীনের প্রচারের স্বার্থে গিয়েছেন যার কারণে তাদের সেই যাওয়াটাকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়। একইভাবে আজও যদি কেউ এই উদ্দেশ্য নিয়ে অমুসলিম দেশে বসবাস করেন তাহলে সেটিও ইবাদত হিসেবেই গণ্য হবে। আর এই উদ্দেশ্য যদি নাও থাকে শুধু ঈমান-আমলের উপর টিকে থাকতে পারে সেরকম আত্মবিশ্বাস থাকে ইসলামের দৃষ্টি কালচার ও সভ্যতার মধ্যে থাকতে পারবে সেই সুযোগ যদি থাকে মুসলমানদের নিজস্ব মধ্যে সভ্যতা গড়ে তোলা যায়। পরবর্তী জেনারেশন ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার আশঙ্কা না থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে তার জন্য অমুসলিম প্রধান দেশে বসবাস করা জায়েজ হবে। বিশেষ করে পরবর্তী জেনারেশন বিষয়টিকে খুব জোরদার ভাবে মাথায় রাখতে হবে কারণ আমাদের

অনেকে দেখা যায় যারা অমুসলিম প্রধান দেশে গিয়ে নিজের উপর টিকে থাকেন কোন রকম নিজে ছেলেমেয়েদের টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে কিন্তু তারপরের জেনারেশন কে ইসলামের উপর টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। পরিবেশ এর কারণে তারা হারিয়ে যান। এজন্য অমুসলিম প্রধান দেশের অনেক অঞ্চলে মুসলিমদের নিজস্ব সোসাইটি গড়ে তুলেছে সে জায়গায় বসবাস করার চেষ্টা করা যাতে পরবর্তী জেনারেশন হারিয়ে না যায় এজন্য আপ্রাণ চেষ্টা থাকতে হবে তাহলে সে ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ মুসলিম দেশে বসবাস জায়েজ হবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলার তৌফিক দান করুন, **আমিন**।।।

সমাপ্ত